ছোটনাগপুর বিভাগ - আইন

ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৬১

ছোটনাগপুর বিভাগ

ভারত

ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৬১

১৯৬১ সালের ২১ নম্বর আইন

প্রকাশের তারিখ: ২৭ অক্টোবর ১৯৬১

কার্যকর হয়নি

[এটি ২৭ অক্টোবর ১৯৬১ তারিখের এই দলিলের সংস্করণ।]

[দ্রষ্টব্য: মূল প্রকাশনার দলিলটি উপলব্ধ নয় এবং এই বিষয়বস্তুটি যাচাই করা সম্ভব হয়নি।]

ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৬১

১. সংক্ষিপ্ত নাম।

২. আইনের প্রয়োগ।

৩. ১৯০৮ সালের বেঙ্গল অ্যাক্ট ৬-এর ৩ নম্বর ধারার সংশোধন।

৪. ৪৬ নম্বর ধারার পরিবর্তে নতুন ধারার প্রতিস্থাপন।

৫. ৪৮, ৪৮ক এবং ৪৯ নম্বর ধারার বিলোপ।

৬. ৫০ নম্বর ধারার সংশোধন।

৭. ৫২ নম্বর ধারার সংশোধন।

৮. ৬৩থ নম্বর ধারার সংশোধন।

৯. ২৫৮ নম্বর ধারার সংশোধন।

১০. ২৬৪ নম্বর ধারার সংশোধন।

ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৬১

পশ্চিমবঙ্গ আইন ২১, ১৯৬১

WB229

[২৭শে অক্টোবর, ১৯৬১।]

পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯০৮ সংশোধন করার জন্য একটি আইন।

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, অতঃপর উল্লেখিত উদ্দেশ্যে এবং পদ্ধতিতে ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯০৮ সংশোধন করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে :-

১. সংক্ষিপ্ত নাম। – এই আইনকে ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৬১ বলা যেতে পারে।

২. আইনের প্রয়োগ। – ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯০৮ (অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লিখিত), পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, অতঃপর উল্লিখিত উদ্দেশ্যে এবং পদ্ধতিতে সংশোধিত হবে।

৩. ১৯০৮ সালের বেঙ্গল অ্যাক্ট ৬-এর ৩ নম্বর ধারার সংশোধন। – উক্ত আইনের ৩ নম্বর ধারার (i) ক্লজের শর্তাবলীতে, "এপ্রিল মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হওয়া বছরটি এই আইনের উদ্দেশ্যে কৃষি বছর হবে।" শব্দগুলির পরিবর্তে, "এইরূপ বছরটি বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে শুরু হওয়া বছর হবে।" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

৪. ৪৬ নম্বর ধারার পরিবর্তে নতুন ধারার প্রতিস্থাপন। – উক্ত আইনের ৪৬ নম্বর ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাগুলি প্রতিস্থাপিত হবে, যথা :-

"**৪৬. রৈয়ত কর্তৃক তাঁদের অধিকার হস্তান্তর। –** (১) ৪৬ক ধারার বিধান সাপেক্ষে, একজন রৈয়তের জোত হস্তান্তরযোগ্য হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রৈয়ত কর্তৃক তাঁর জোতের কোনো ভুগুত বান্ধা বন্ধক (bhugut bandha mortgage) সাত বছরের বেশি মেয়াদের জন্য, অথবা তাঁর নিজস্ব অধিকারের মেয়াদের বেশি, যা কম হয়, বৈধ হবে না।

(২) উইল বা দানপত্র (bequest) ব্যতীত, একজন রৈয়ত কর্তৃক তাঁর জোত হস্তান্তর একটি রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৪৬ক. কুড়মি (মাহাতো) সম্প্রদায়, তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির জমি হস্তান্তর বা স্বত্বনিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা। – (১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত, কুড়মি (মাহাতো) সম্প্রদায়, তপশিলী উপজাতি বা তপশিলী জাতিভুক্ত কোনো রৈয়ত কর্তৃক তাঁর জোতের হস্তান্তর বাতিল বলে গণ্য হবে :-

(ক) হস্তান্তরকারী ব্যক্তি যে সম্প্রদায়, উপজাতি বা জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই একই সম্প্রদায়, উপজাতি বা জাতির অন্তর্ভুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হলে,

(খ) হস্তান্তরকারী ব্যক্তি যে সম্প্রদায়, উপজাতি বা জাতির অন্তর্ভুক্ত নন—এমন কোনো ব্যক্তির নিকট জমি হস্তান্তর করা হলে, যদি সেই হস্তান্তর ডেপুটি কমিশনারের পূর্বলিখিত অনুমতি সাপেক্ষে করা হয়ে থাকে :

তবে শর্ত থাকে যে, ডেপুটি কমিশনার এই ধরনের অনুমতি প্রদান করবেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে যে হস্তান্তরকারীর নিজস্ব সম্প্রদায়, উপজাতি বা জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো ক্রেতা, যিনি জমির বাজারমূল্য দিতে ইচ্ছুক, পাওয়া যাচ্ছে না এবং যদি না হস্তান্তর সমর্থনকারী উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর (ক) ও (খ) ক্লজের বিধান লঙ্ঘন করে হস্তান্তরিত কুড়মি (মাহাতো) সম্প্রদায়, তপশিলী উপজাতি বা তপশিলী জাতিভুক্ত রৈয়তের জোত বাজেয়াপ্ত করা হবে,—

(ক) যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ভূস্বামী, সেখানে রাজ্য সরকারের অনুকূলে ;

(খ) যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ভূস্বামী নন, সেখানে সংশ্লিষ্ট ভূস্বামীর অনুকূলে :

তবে শর্ত থাকে যে, এইভাবে বাজেয়াপ্ত জমি, প্রয়োজন অনুযায়ী কুড়মি (মাহাতো) সম্প্রদায়, তপশিলী উপজাতি বা তপশিলী জাতি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে ভূস্বামী বন্দোবস্ত করতে পারবেন না, যতক্ষণ না উক্ত সম্প্রদায়, উপজাতি বা জাতির অন্তর্ভুক্ত এমন কোনো ব্যক্তি বন্দোবস্ত নিতে ইচ্ছুক না পাওয়া যাচ্ছেন।

৪৬খ. রৈয়তদের দ্বারা সম্পাদিত হস্তান্তরের বৈধকরণ। – ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আইন, ১৯৬১ সূচনার পূর্বে একজন রৈয়তের তাঁর জোত হস্তান্তরের অধিকারের ওপর কোনো বাধা বা নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, এইরূপ আইন সূচনার পূর্বে কোনো রৈয়ত কর্তৃক সম্পাদিত কোনো হস্তান্তর অবৈধ বলে গণ্য হবে না বা কখনো অবৈধ ছিল বলে মনে করা হবে না।"**

৫. ৪৮, ৪৮ক এবং ৪৯ নম্বর ধারার বিলোপ। – উক্ত আইনের ৪৮, ৪৮ক এবং ৪৯ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।

৬. ৫০ নম্বর ধারার সংশোধন। – উক্ত আইনের ৫০ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারায়, "৪৬ এবং ৪৭ নম্বর ধারা" শব্দ ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে, "৪৭ নম্বর ধারা" শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হবে।

৭. ৫২ নম্বর ধারার সংশোধন। – উক্ত আইনের ৫২ নম্বর ধারায় নিম্নলিখিত শর্তাবলী সংযোজিত হবে, যথা :-

"**তবে শর্ত থাকে যে, বিহার ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০-এর অধীনে নির্ধারিত খাজনার ক্ষেত্রে,–**

(i) যে কৃষি বছরে এই ধরনের নির্ধারণ ঘটবে সেই বছর সহ উক্ত সময়কাল পর্যন্ত প্রদেয় খাজনার পরিমাণ রাজ্য সরকার যেভাবে নির্দেশ দিতে পারে সেইরূপ কিস্তিতে এবং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে, এবং

(ii) পরবর্তী যেকোনো কৃষি বছরের জন্য প্রদেয় খাজনা উক্ত বছরের প্রতিটি ত্রৈমাসিকের শেষ তারিখে বকেয়া চারটি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।"

৮. ৬৩খ নম্বর ধারার সংশোধন। – উক্ত আইনের ৬৩খ নম্বর ধারায়, "অথবা ৪৬ নম্বর ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধান লঙ্ঘন করে জমি হস্তান্তরিত হওয়া," শব্দ ও সংখ্যাগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

৯. ২৫৮ নম্বর ধারার সংশোধন। – উক্ত আইনের ২৫৮ নম্বর ধারায়,—

(ক) "ধারা ৪৬, উপ-ধারা (৪)," শব্দ ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে, "ধারা ৪৬ক" শব্দ, সংখ্যা এবং অক্ষর প্রতিস্থাপিত হবে; এবং

(খ) "ধারা ৪৯," শব্দ ও সংখ্যাগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

১০. ২৬৪ নম্বর ধারার সংশোধন। – উক্ত আইনের ২৬৪ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারার (v) ক্লজে, "ধারা ৪৬, উপ-ধারা (৪)," শব্দ ও সংখ্যাগুলি বিলুপ্ত করা হবে।